বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক সংবাদ

সংবাদ

19 JAN 1989

পৃষ্ঠা... 5 কলাম ...

ঢাকা : বৃহস্পতিবার, ৫ই মাঘ, ১৩৯৫

013

প্রশ্নপত্রে ভুলের জন্য জবাবদিহির ব্যবস্থা চাই

একই দিনে তিনটি চিঠি বেরিয়েছে সংবাদপত্রে। চিঠি তিনটিতে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রে ভুলের দিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন পত্রলেখকগণ।

এক সপ্তাহ পার হয়ে গেল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উক্ত ভুলগুলো সম্পর্কে তাদের মন্তব্য ভুল নির্দেশকারীদের জানিয়ে দেয়ার গরজ পর্যন্ত অনুভব করেননি। তারা অনায়াসেই উক্ত ভুলগুলো সম্পর্কে পত্রিকার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানিয়ে দিতে পারতেন। তা হলে ভুল প্রশ্নপত্র নিয়ে যারা পরীক্ষা দিয়েছেন, তারা নিশ্চিন্ত হতে পারতেন। ভুলগুলো সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ একটা সিদ্ধান্ত নিবেন, এ রকম আশা পরীক্ষার্থীরা করতে পারেন।

কারণ, গৃহীত পরীক্ষা তিনটিতে যারা অংশগ্রহণ করেছে, তাদের ভবিষ্যৎ অনেকখানি কর্তৃপক্ষের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর নির্ভরশীল।

একটি চিঠিতে ১৯৮৮ সালের ৮ম শ্রেণীর জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় যে সব প্রশ্ন করা হয়েছে, তা তাদের এযাবৎ পঠিত কোন স্কুল পাঠ্যবইতে নেই। কর্তৃপক্ষ বলতে পারেন যে, সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্ন করা হয় না। তাদের মেধা যাচাই-এর জন্য পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে এযাবৎ ছাত্ররা যা শিখেছে বা শিক্ষকরা শিক্ষা দিতে চেয়েছেন, তার ভিত্তিতেই প্রশ্নপত্র তৈরী করা উচিত। তারা তা না করে ইতিপূর্বে পাঠ্যতালিকায় ছিল, পরবর্তী সময়ে উক্ত পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে, তা থেকে প্রশ্ন করে ছাত্রদের মেধা যাচাইয়ের ব্যবস্থা করেছেন। এধরনের মানসিকতা দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় বহন করে না। এক ধরনের খামখেয়ালীপনা।

১৯৮৮ সালের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় একটি অংক প্রশ্নে উত্তরদাতা পরীক্ষার্থীর নিকট যা জানতে চাওয়া হয়েছে, তার উত্তর হবে একাধিক। এটা কি তাদের মেধা পরীক্ষার ব্যাপার না ধাঁধা? আসলে প্রশ্নটি ভুলভাবে করা হয়েছে।

তৃতীয় ভুলটি বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৮ নম্বরের প্রশ্নটি ভুল। এটা তর্কাতীতভাবে মীমাংসিত। তাছাড়াও ৪ নং প্রশ্নে ভুল আছে। ইংরেজীতে যে প্রশ্নটি করা হয়েছে তাতে ন, সা, ও র স্থলে গ, সা, ও উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং তার জবাব দিতে পরীক্ষার্থীরা পারেননি।

পরীক্ষা গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ কোন ভুল সহজে স্বীকার করতে চান না। চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে, অর্থাৎ চেপে ধরলে দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা করেন। অথচ, তাদের উচিত এধরনের ভুল হওয়ার পর তারা পরীক্ষার্থীদের এ ব্যাপারে আশ্বাস দিতে পারেন যে, এ ভুল প্রশ্নটি সম্পর্কে তারা বিবেচনা করবেন। বিসিএস পরীক্ষার্থীদের তারা সঙ্গে সঙ্গেই বলতে পারতেন এবং বলা উচিত ছিল যে, প্রশ্ন ভুল আছে। পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষার সময় যে মানসিক চাপে থাকে, তখন তাদের চোখে ভুলটি ধরা পড়ে না। অঙ্ক মিলাতে গিয়ে তারা গলদঘর্ম হয়।

নির্ভুল প্রশ্নপত্র দেয়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। কিন্তু তারা প্রশ্নপত্রগুলো দেখে নেন না। ভুলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন না। আর দেখিয়ে দেয়ার পরও তারা নির্বিকার থাকেন। কোন জবাবদিহির দায় তারা অনুভব করেন না।

এ ধরনের দায়সারাগোছের কাজকর্ম সম্পর্কে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নিশ্চয়ই কিছু করণীয় আছে। এই ভুলের দায়িত্ব যেমন তাদের গ্রহণ করতে হবে, তেমনি তাদের অফিসে তথা কর্মচারীদের কাজকর্মের ক্ষেত্রে গলদ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অবহেলা দূর করা উচিত। পরীক্ষার্থীদের হয়রানি করা, মানসিকভাবে তারা বিপর্যস্তবোধ করেন এ রকম কোন কিছু না ঘটে তা দেখার দায়িত্ব অবশ্যই তাদের। কিন্তু দুঃখের বিষয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃপক্ষ এক সপ্তাহ পার হয়ে গেল ভুল প্রশ্নপত্র সম্পর্কে কোনরূপ উচ্চবাচ্য করছেন না। অন্ততঃ পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরা তাদের কাজকর্মের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুই জানেন না।

দু'টি বৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ভুল ও প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে খামখেয়ালীপনার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বক্তব্য জানার অধিকার পরীক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের রয়েছে।

আমরা এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যোগ্য এবং দায়িত্ববান শিক্ষকদের দিয়ে প্রশ্নপত্র তৈরীর ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশ্নপত্র ছাত্রদের হাতে তুলে দেয়ার আগে দেখা উচিত তাতে কোন ভুল-ভ্রান্তি আছে কিনা।

এক কথায় বলা চলে যে, প্রশ্নপত্র তৈরী, তা মুদ্রণ এবং ছাত্রদের হাতে তুলে দেয়া--সকল পর্যায়ে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করা উচিত। তারপরও ভুল যখন ধরা পড়ে, তৎসম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কিংবা ভুল সম্পর্কে তাদের বক্তব্য কি, তা সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে বিশেষভাবে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জানিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। সংবাদপত্রের পাতায় ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে কোন চিঠি কিংবা খবর প্রকাশ হওয়ার পর দেখা যায় যে, কোনমতে পার পাওয়ার মত কোথাও ফাঁক যদি থাকে, তবে প্রতিবাদ পাঠিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের একটা প্রয়াস সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ করেন। আর যেখানে কোনরূপ ফাঁক-ফোকরের খোঁজ মেলে না, তারা চুপ করে থাকেন। তারা কালা, বোবা একথা হয়তো বলা যাবে না, তবে কানে শুনতে বা চোখে দেখতে সহজে চান না এটা নিশ্চিতভাবে বলা চলে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথা সরকারের নিকট বক্তব্য এ ধরনের ভুলভ্রান্তি এবং সংশ্লিষ্ট মহলের এ সম্পর্কে নীরবতা সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়া উচিত। যারা ভুল করেন এবং দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দেন, তাদের জবাবদিহি করার ব্যবস্থা করা হলে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা কিংবা শিক্ষক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এ শৈথিল্য দেখাবার সাহস পাবেন না।